তারিখ 25 JUL 2016
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩

সংবাদ

শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের নামে মোটা টাকা হাতিয়ে নিয়েছে এটিওরা

প্রতিনিধি, পার্বতীপুর (দিনাজপুর)

পার্বতীপুরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বরাদ্দকৃত স্লিপের (স্কুল লার্নিং ইকুপমেন্ট) টাকায় উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তারা অভিনব কায়দায় মালামাল স্কুলে সরবরাহ করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সূত্র মতে এই উপজেলায় ২০৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণ ক্রয়সহ টুকিকাকি কাজের জন্য বিদ্যালয় প্রতি ৪০ হাজার টাকা হিসেবে ৮২ লাখ ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই

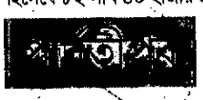

টাকা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির যৌথ স্বাক্ষরে সোনালী ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে খরচ করতে হবে বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রণয়নকৃত পরিকল্পনা বাজেট অনুযায়ী। তবে খরচের ভাউচার অনুমোদনের জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসে দাখিল করতে হবে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ৭টি ক্লাস্টারের মধ্যে ৫টি ক্লাস্টারের ১৭৮টি বিদ্যালয়ের দায়িত্বে থাকা সহকারী শিক্ষা অফিসাররা কতিপয় শিক্ষক নেতাদের সহযোগিতায় নিজেরাই চড়াদামে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করে আনুমানিক ১৫-২০ লাখ টাকা লুটিয়ে নিয়েছেন। সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ঘটনাস্থলে গেলে ভুক্তভোগী শিক্ষকরা বলেছেন সাউন্ড সিস্টেমের কথা বলে ঢাকা থেকে ৫ হাজার ৭৫০ টাকা মূল্যের কডলেসসহ সাউন্ড বক্স ৮ হাজার টাকা, হোয়াইট বোর্ড ৯০০ টাকা পরিবর্তে ১ হাজার ৬শ টাকা, পেনড্রাইভ ৪শ টাকার স্থলে ৭৪০ টাকা, ডিজিটাল মনিটরিং বোর্ড ৯৫০ টাকার স্থলে ১৬৫০ টাকা কিনে ভাউচার মূলে আদায় করা হয়েছে। শিক্ষকরা নিরুপায় হয়ে এ অনিয়ম মেনে নিয়েছে। এছাড়া নিজেরাই কারিকুলাম বই ছাপিয়ে ১২৫ টাকা, শিক্ষক ডায়েরি তৈরি করে ১২৫ টাকা, আব্রাহাম লিংকনের চিঠি, যোগ্যতা চার্ট এবং শিক্ষকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চার্ট প্রিন্ট করে ১৮শ টাকা আদায় করা হয়। শিক্ষকরা আরও বলেন এই সামান্য টাকার ৬০ ভাগটাকা গ্রাস করে বাকিটা শিক্ষকদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। তাদের এ ধরনের অন্যায় কাজ প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে দক্ষিণ মধ্যপাড়া কমিঃ সরকারি প্রাঃ বিদ্যালয়ের সভাপতি মোঃ জয়নাল আবেদিন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। এ ব্যাপারে তারা হরিরামপুর ও হামিদপুর ইউনিয়নের ক্লাস্টার সহকারী শিক্ষা অফিসার আল সিরাজকে দায়ী করে বলেন তিনি এই কাজ প্রথম শুরু করেছেন। পরে তাকে অনুসরণ করে অন্যান্য সহকারী শিক্ষা অফিসাররা এ কাজে জড়িয়ে পড়েন। এ ঘটনার সাথে কারা কারা জড়িত তদন্ত না করে বলা মুশকিল বলে শনিবার দুপুরে জানিয়েছেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আখতারুল ইসলাম। তিনি এ বিষয়ে সহকারী শিক্ষা অফিসারদের টেবিলে সাউন্ড বক্স ও ফাইল কেবিনেটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশ কিছু শিক্ষা সামগ্রী দেখে তাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন।